



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, বুধবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ২৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ www.krctimes/bangla
ISSUE-8 14th October 2026 Wednesday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

মণিপুরে গ্রেফতার তিন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য

ইম্ফল : মণিপুরে পৃথক অভিযানে তিন জঙ্গি সংগঠনের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নিষিদ্ধ সংগঠন কেসিপি (ওয়াংলেন গোষ্ঠী), প্রেপাক এবং কেওয়াইকেএলের সক্রিয় সদস্য বলে দাবি পুলিশের। বিষুপু ও ইম্ফলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ অক্টোবর বিষুপু জেলার কোয়াকতা সেভলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে মহম্মদ আবদুল হাকিম (৬০)-কে গ্রেফতার করে অপরাধ দমন শাখার দল। তাঁর বিরুদ্ধে কোয়াকতা এলাকায় তোলাবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। একই দিনে ইম্ফল পশ্চিম জেলার সিংজামেই ওকরাম লেইকাই এলাকা থেকে অহংশংবাম পিঙ্কুমণি সিং ওরফে বয়নাও (৩৯)-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি প্রেপাকের স্বঘোষিত কর্পোরাল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাগাল্যান্ডে ইমখিউং-টিখির সংঘর্ষে আগুনে ছাই ১৯ বাড়ি, মৃত ১

ডিমাপুর : নাগাল্যান্ডের কিফিরে জেলায় ইমখিউং ও টিখির জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ১৯টি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও ২১টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর পুংরো মহকুমার জাওঙ্গের গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের প্রকাশিত ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। সংঘর্ষে এক জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী, সংঘর্ষের সময় ১৯টি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে ১৩টি মোটরসাইকেল রয়েছে।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা এবং সংঘর্ষের জেরে ঘরছাড়া বাসিন্দাদের ফেলে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করে নিরাপদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে সোমবার জাওঙ্গের গ্রামে যায় প্রশাসনের একটি দল। পুংরোর অতিরিক্ত উপায়ুক্ত হোতোলু সেমার নেতৃত্বে ওই দলে পুলিশকর্মী এবং

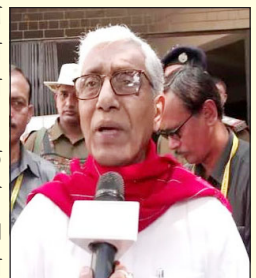


পুংরো এরিয়া পাবলিক ফোরামের প্রতিনিধিরা ছিলেন। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি নথিভুক্ত করে পুংরো থানায় জমা রাখা হয়েছে। প্রকৃত মালিকদের হাতে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন সহযোগিতা করেছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতেও তারা ভূমিকা নিয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিকে, জাওঙ্গের গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নিয়মিত নজর রাখছে প্রশাসন ও পুলিশ। সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তা, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব তৈরি এবং ঘরছাড়া বাসিন্দাদের সহায়তা দেওয়াই এখন প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

মানিক সরকারের বিরুদ্ধে এফআইআর খারিজের আর্জিতে না হাইকোর্টের

আগরতলা: ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএমের প্রবীণ নেতা মানিক সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন খারিজ করে দিল ত্রিপুরা হাই কোর্ট। ১০ অগস্টের একটি রাজনৈতিক সভায় তাঁর কথিত উচ্চনিমূলক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় ১৩ অক্টোবর এই নির্দেশ দেয় আদালত। পাশাপাশি, অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে প্রাথমিকভাবে অপরাধের প্রমাণ মিললে চার্জশিট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের আইনজীবী রাজু দত্ত জানিয়েছেন, হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মানিক সরকারের আবেদন খারিজ করেছে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত চালিয়ে যেতে পুলিশের আর কোনও বাধা রইল না।



পশ্চিম আগরতলা থানায় ১৬ অগস্ট এফআইআরটি দায়ের করেন প্রবীর রায়। অভিযোগ, ১০ অগস্টের একটি প্রকাশ্য সভায় মানিক সরকার এমন মন্তব্য করেছিলেন, যা দেশ ও রাজ্যকে সশস্ত্র আন্দোলনের পথে ঠেলে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তাঁর বক্তব্যে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কাও প্রকাশ করেন অভিযোগকারী।

ভাতা-নির্ভরতা কাটিয়ে বাংলাকে আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক শুভেন্দুর

কলকাতা : ভাতা-নির্ভরতা কাটিয়ে বাংলাকে আত্মনির্ভর হওয়ার ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার হলদিয়ায় একটি নতুন ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই বাংলাকেও এগোতে হবে। শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর জোর দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, হলদিয়ায় ইতিমধ্যে ৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে। আরও ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ৯৮ একর জমি দিয়েছে পেপসির নতুন কারখানার জন্য। পাশাপাশি, ৫০ একর জমিতে তৈরি



হবে চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনের কারখানা। আগামী এক বছরে হলদিয়ার শিল্পক্ষেত্রে আরও উন্নতি হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের সহযোগী সংস্থা অ্যাডপার্মা প্রাইভেট লিমিটেডের নতুন ফেনল ও অ্যাসিটোন উৎপাদন কেন্দ্র ঘিরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের চিকিৎসার সুবিধায় ২০২৭ সালের জুনে হলদিয়ায় একটি ট্রমা সেন্টার চালুর ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

পুজোয় রাস্তার উপর মণ্ডপে নিষেধাজ্ঞা, ডিজের শব্দ নিয়ন্ত্রণে শিলচর পুরনিগম

শিলচর : দুর্গাপুজোয় যানজট, শব্দদূষণ ও নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিল শিলচর পুরনিগম। রাস্তার উপর মণ্ডপ নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা, ডিজের শব্দ নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা মোরামতি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পুরনিগমের সম্মেলনকক্ষে কার্যনির্বাহী আধিকারিক অভিজিৎ বে-র সভাপতিত্বে প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, সহকারী আয়ুক্ত

মাসি টোপনো-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। পুজোর আগে নিকাশি নালা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ, পথবাতি মোরামতি এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ ও ২২ অক্টোবর প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যান নিয়ন্ত্রণে ট্র্যাফিক পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকেরা দায়িত্ব পালন করবেন।



বুধবার, ২৬ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

গণতন্ত্রের ভক্ষক!

নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ শুধু ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রকাশ নয়, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী শাসনের সাফল্য, ব্যর্থতা ও গণতান্ত্রিক জবাবদিহি নিয়েও তুলে দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

একটি দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার জবাব দেওয়ার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বের। আর সেই প্রশ্ন যখন বিদেশের মাটিতে, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মতো জনসমক্ষে ওঠে, তখন তা শুধু ব্যক্তিগত অসন্তোষে সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা এবং শাসনব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়। নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ সেই তাৎপর্যেই গুরুত্বপূর্ণ।

‘আপনি গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন’; বিক্ষোভকারীদের এই অভিযোগকে নিছক উত্তেজিত জনতার চিংকার বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করে তাকে মেনে নেওয়া যেমন অনুচিত, তেমনই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা উপেক্ষা করাও দায়িত্বশীলতার পরিচয় নয়। বরং এই ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং গণতন্ত্র পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিয়ে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রয়োজন।

২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন, প্রাণহানি, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের অভিযোগ এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর মানুষের আস্থা পুনর্গঠন এবং অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করাই ছিল সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ হিসেবে ইউনূসের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বহু মানুষের মনে নতুন প্রত্যাশা তৈরি করেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি কখনও সূশাসনের নিশ্চয়তা হতে পারে না। রাষ্ট্র পরিচালনার সাফল্য নির্ধারিত হয় বাস্তব কাজ, নাগরিকের অধিকার রক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে। রাজনৈতিক হিংসা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা এবং বিরোধী মতের অধিকার নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত ও যথাযথ জবাবদিহি তাই জরুরি। গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন আয়োজনের নাম নয়। আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণও তার অপরিহার্য শর্ত। নির্বাচিত সরকারের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী প্রশাসনও এই নীতিগুলির উর্ধ্বে নয়। বরং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব নেওয়া সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা আরও বেশি।

তবে নিউইয়র্কের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের সীমা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কোনও নেতার নীতি বা শাসনের সমালোচনা করা নাগরিকের অধিকার। বিদেশের মাটিতেও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রতিবাদ যদি ব্যক্তিগত হেনস্থা, ভয় দেখানো কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার পর্যায়ে পৌঁছয়, তবে তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, বিক্ষোভকারীদের অভিযোগই চূড়ান্ত সত্যের প্রমাণ নয়। তাঁদের বক্তব্যের পূর্ণ প্রেক্ষাপট, পরিচয় এবং অভিযোগের ভিত্তি যাচাই করা প্রয়োজন। কোনও রাজনৈতিক পক্ষের দাবি কিংবা সরকারের পাল্টা বক্তব্য; কোনওটিই তথ্য ও তদন্তের বিকল্প হতে পারে না। গণতন্ত্রে অভিযোগের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত প্রমাণ এবং আইনের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও তাই আত্মসমীক্ষার দায় রয়েছে। দীর্ঘদিনের মেরুকরণ, প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে। একটি সরকারের পতন মানেই সেই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবসান নয়। ক্ষমতার পরিবর্তনের পরও যদি প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা, বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত না হয়, তবে গণতন্ত্রের পুনর্গঠন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে ইউনূসকে ঘিরে বিক্ষোভ তাই বাংলাদেশের নেতৃত্বের কাছে একটি সতর্কবার্তা। এর অর্থ বিক্ষোভকারীদের প্রতিটি অভিযোগ সত্য, এমন নয়। কিন্তু গণতন্ত্র পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া নেতৃত্বকে তার কাজের হিসাব দিতেই হবে। রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগের তদন্ত, নাগরিকের নিরাপত্তা, নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং আইনের সমান প্রয়োগে অগ্রগতি কতটা, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা জনগণের প্রাপ্য।

আমেরিকার দ্বিচারিতা: বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট

ললিত গর্গ

বিশ্বের অন্যতম শক্তিশ্বর রাষ্ট্র হওয়ার অর্থ এই নয় যে, কোনও দেশ গোটা বিশ্বের উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবে কিংবা সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে অন্যদের উপর চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় দায়িত্ববোধ, ন্যায্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে; কতগুলি দেশকে হুমকি দেওয়া যায় কিংবা কতগুলি রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায়, তার ভিত্তিতে নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতিপদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলের সামনে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরেছে: বিশ্বব্যবস্থা কি নিয়ম ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, নাকি শক্তিশ্বরের রাষ্ট্রগুলির সুবিধা ও স্বার্থই শেষ পর্যন্ত সবকিছু নির্ধারণ করবে?

সম্প্রতি রাশিয়ার কাছ থেকে ডিজেল কেনার বিষয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত এই বৈপরীত্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। ২০২৬ সালের ৯ অক্টোবর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন, রাশিয়া অবিলম্বে আমেরিকা-সহ আন্তর্জাতিক বাজারে ৩ লক্ষ টনেরও বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে। নভেম্বরে আরও ৫ লক্ষ টন এবং পরবর্তী সময়ে ১০ লক্ষ টন ডিজেল সরবরাহের কথাও ঘোষণা করা হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাশিয়া থেকে ডিজেল আমদানির উপর আরোপিত বিধিনিষেধে সাময়িক ছাড় দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

এই ঘটনায় বিদ্রোহের বিষয়টি স্পষ্ট। কিছুদিন আগেও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য বিভিন্ন দেশকে তিরস্কার করছিল আমেরিকা। বিশেষ করে ভারতকে রুশ তেল আমদানির কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্কের মুখে পড়তে হয়েছিল। রাশিয়ার জ্বালানি বাণিজ্যে যুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবও উঠেছিল। ২০২৬ সালে মার্কিন কংগ্রেসে পাস হওয়া ‘লিভসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট’-এ রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কেনা দেশগুলির উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সম্ভাবনার আইনি ভিত্তি তৈরি করা হয়।

অথচ সেই আমেরিকাই এখন দেশের অভ্যন্তরীণ জ্বালানির চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্বালানির দামের চাপে রুশ ডিজেলের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। প্রশ্নটি এই নয় যে, নিজের নাগরিকদের জন্য জ্বালানি নিশ্চিত করার অধিকার আমেরিকার আছে কি না। প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই সেই অধিকার রয়েছে। আসল প্রশ্ন হল, ভারত যখন রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনে, তখন সেই সিদ্ধান্তকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় কেন? অভিযোগ করা হয়, ভারতের এই পদক্ষেপ রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রকে অর্থ জোগাচ্ছে। অথচ আমেরিকা একই কাজ করলে তা হয়ে ওঠে জাতীয় প্রয়োজনের প্রশ্ন। দেশের সীমানা বদলালেই কি নৈতিকতার সংজ্ঞাও বদলে যায়? আন্তর্জাতিক নিয়ম কি শুধু দুর্বল রাষ্ট্রগুলির জন্য?

ওয়াশিংটনের নীতির কেন্দ্রীয় বৈপরীত্যটি রয়েছে জ্বালানি নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বেছে বেছে নীতি প্রয়োগের প্রবণতায়। ইউক্রেনের যুদ্ধে অর্থ জোগানোর সঙ্গে রুশ জ্বালানি কেনার সম্পর্ক বারবার তুলে ধরেছে আমেরিকা। কিন্তু ডিজেলের দাম বাড়তে শুরু করায় যখন মার্কিন কৃষক, ট্রাকচালক ও সাধারণ ক্রেতাদের উপর চাপ বাড়ল, তখন ট্রাম্প প্রশাসন সেই উৎসের দিকেই ফিরল, যা থেকে অন্য দেশগুলিকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৮ অক্টোবর আমেরিকায় ডিজেলের দাম প্রতি গ্যালন প্রায় ৬.২৮ ডলারে পৌঁছেছিল। আগামী ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা। ফলে জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

এই ঘটনায় কথার সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান স্পষ্ট। ভারত যখন নিজের অর্থনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং কোটি কোটি গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষায় রুশ তেল কেনে, তখন তাকে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার পাঠ দেওয়া হয়। অথচ আমেরিকার ভোটারদের যখন চড়া দামে জ্বালানি কিনতে হচ্ছে, তখন

সেই একই নীতি পিছনের সারিতে চলে যায়। সামনে আসে জাতীয় স্বার্থ। অন্যদের কাছে নীতির প্রতি আনুগত্য দাবি করে নিজের জন্য ব্যতিক্রম তৈরি করার এই প্রবণতাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? নীতিকথা বলা সহজ, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রেও একই মানদণ্ড মেনে চলা অনেক কঠিন।

হিন্দি প্রবাদ ‘পর উপদেশ কুশল বহুতেরে’; অর্থাৎ অন্যকে উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নেই; আমেরিকার এই অসংগতিকে যথার্থভাবে তুলে ধরে। যে দেশ গোটা বিশ্বের কাছে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলার দাবি জানায়, তার নিজের আচরণেও ধারাবাহিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি থাকা জরুরি। দ্বিচারিতা শুধু একটি শক্তিশ্বরের রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানকেই দুর্বল করে না, তার মিত্র ও কৌশলগত অংশীদারদের আস্থাও নষ্ট করে।

ভারতের কাছে বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে ভারতকে বিপুল পরিমাণে আমদানি করা পেট্রোলিয়ামের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই তেল কেনা কেবল একটি বাণিজ্যিক লেনদেন নয়। এর সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় অর্থনীতি, মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহণ, কৃষি, শিল্প এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে জ্বালানি, পণ্য পরিবহণ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর খরচও বেড়ে যায়। ফলে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নির্ভর করে নির্ভরযোগ্য সরবরাহ, শাস্ত্রীয় দাম এবং জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতার উপর। কোনও পরাশক্তির চাপের মুখে এই বাস্তবতাগুলিকে উপেক্ষা করা বাস্তবসম্মত বা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইউক্রেনের যুদ্ধকে সমর্থন করা নয়। একইভাবে, জ্বালানি নিষেধাজ্ঞার ন্যায্যতা বা কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থ সামরিক আগ্রাসনের পক্ষ নেওয়াও নয়। এই বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও পৃথকভাবে বিচার করা জরুরি। যুদ্ধের অবসান ঘটানো, ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং সাধারণ মানুষের জীবন সুরক্ষিত রাখা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা ও ন্যায্যতাও নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। জ্বালানি কেনাকে যদি যুদ্ধের অর্থায়নের একটি মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সেই একই মানদণ্ড প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে নিজেদের জন্য ব্যতিক্রম রেখে দুর্বল রাষ্ট্র বা ভূরাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশানা করলে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে তুলে ধরা নৈতিক যুক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত ইউক্রেনেও উদ্বেগ তৈরি করেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন, এর ফলে রাশিয়া লাভবান হতে পারে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মস্কোর হাতে অতিরিক্ত সম্পদ পৌঁছতে পারে। আমেরিকার আইনপ্রণেতাদের একাংশও এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। এর পর ট্রাম্পের তরফে ইউক্রেনের নেতৃত্ব থেকে জেলেনস্কিকে সরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

একটি সার্বভৌম দেশের নেতৃত্বে কে থাকবেন, তা নির্ধারণের অধিকার সেই দেশের জনগণ এবং তার সাংবিধানিক ব্যবস্থার। আমেরিকা যদি নিজেকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে তুলে ধরে, তাহলে অন্য দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকেও সম্মান করতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সমর্থন করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা সহ্য করতে থাকা একটি দেশের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ চাপ সৃষ্টি করাকে ন্যায়সংগত বা গঠনমূলক পদক্ষেপ বলা যায় না। এই ঘটনা বিশ্বের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তুলে ধরেছে; পরাশক্তি হওয়া আর বিশ্বাসযোগ্য শক্তি হয়ে ওঠা এক বিষয় নয়। অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পদ কোনও দেশকে পরাশক্তির মর্যাদা দিতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয় ন্যায্যতা, নীতির ধারাবাহিকতা, সততা এবং দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে। আমেরিকা এখনও বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে উত্তাল মণিপুর, বিমলের সমর্থনে পথে কংগ্রেস

বিজেপি সদর দফতর পর্যন্ত মিছিল, অভিযোগকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের

ইম্ফল : যৌন হেনস্থার অভিযোগে মণিপুরের কংগ্রেস সাংসদ আঙ্গমচা বিমোল আকেইজামের পাশে দাঁড়িয়ে পথে নামলেন তাঁর সমর্থকেরা। বুধবার ইম্ফল পশ্চিমের কেইশামথং এলাকায় সাংসদের বাসভবনের সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, আকেইজামের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। পরে সেখান থেকে মিছিল করে কেইশামপাটে বিজেপির সদর দফতরের দিকে এগিয়ে যান বিক্ষোভকারীরা। অভিযোগের প্রতিবাদে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধেও সরব হন তাঁরা।

বিক্ষোভকারী জেনিফারের বক্তব্য, মণিপুরের সংকটের শুরু থেকেই সংসদে এবং বিভিন্ন মঞ্চে মানুষের কথা তুলে ধরেছেন বিমোল। তাই তাঁকে নিশানা করে এই ধরনের অভিযোগ তোলা আসলে



তাঁর কণ্ঠরোধের চেষ্টা। তবে অভিযোগের নিষ্পত্তি আইন মেনেই হওয়া উচিত বলে জানান তিনি। মণিপুরের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিজাম ইরাবতের সঙ্গে আকেইজামের তুলনা টেনে তাঁর প্রতি সমর্থনও জানান জেনিফার।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁদের মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে পুলিশ। অথচ সম্প্রতি বিজেপির নেতৃত্বে আকেইজামের পদত্যাগের

দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভে একই ধরনের বাধা দেওয়া হয়নি। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের বক্তব্য জানা যায়নি। পরে বাসভবনের বাইরে এসে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আকেইজাম।

উল্লেখ্য, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আকেইজামের বিরুদ্ধে অন্তত ১১ জন ছাত্রী যৌন হেনস্থার অভিযোগ জানিয়েছিলেন বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আকেইজাম অবশ্য বরখাস্তের সিদ্ধান্তকে 'উইচ হ্যান্ট' বলে অভিহিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদ সিং তাঁর পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন। ফলে অভিযোগ, পাল্টা দাবি এবং রাজনৈতিক সংঘাত ঘিরে মণিপুরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

মেঘালয়ে পর্যটনে উদ্যোগ, চালু মোটরকারাভান প্রকল্প ও শিলঙে উন্নত পরিষেবা

শিলং : পর্যটনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে একাধিক নতুন উদ্যোগ নিল মেঘালয় সরকার। পর্যটন ব্যবসায়ীদের জন্য মোটরকারাভান প্রকল্প চালুর পাশাপাশি শিলঙের ওয়ার্ডস লেকের প্রবেশপথের উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মেঘালয় ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (এমটিডিসি) নতুন পর্যটক বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা ও পর্যটনমন্ত্রী টিমোথি ডি শিরার উদ্যোগে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর 'ইলিভেট' কর্মসূচির অন্তর্গত 'মেঘালয় মোটরকারাভান প্রকল্পে' পর্যটন ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যোগ্য আবেদনকারীরা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা পাবেন। এর মধ্যে প্রাথমিক মূলধনী সহায়তা এবং মাসিক কিস্তিতে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকৃতিনির্ভর ভ্রমণ, বন্যপ্রাণী পর্যটন, তীর্থযাত্রা ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে উৎসাহিত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। অন্যদিকে, শিলঙের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ওয়ার্ডস লেকে নতুন প্রবেশপথের উদ্বোধন করা হয়েছে। পাশাপাশি বাতাসের আর্দ্রতা থেকে জল সংগ্রহ করে পরিশোধনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ওজেন, অতিবেগুনি রশ্মি ও বিশেষ পরিষ্কার প্রযুক্তির সাহায্যে জল বিশুদ্ধ করা হবে।

এ ছাড়াও নতুন এমটিডিসি পর্যটক বাস চালু, 'মেঘালয়ান এজ প্যাভিলিয়ন'-এর উদ্বোধন এবং স্থানীয় উদ্যোগপতিদের ব্যবসার জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছে। পর্যটনের প্রসারের পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থান ও উদ্যোগপতিদের আয় বাড়ানোই এই উদ্যোগগুলির মূল উদ্দেশ্য।

আন্দোলনের নামে যুবসমাজকে বিভ্রান্তির চেষ্টা : কণাদ

কালাইন এসআর কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে ২৫ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি সাংসদের

কালাইন : আন্দোলনের নামে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ। তাঁর দাবি, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। বুধবার কালাইন এসআর কলেজের নবনির্মিত অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ভবনের উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই অভিযোগ করেন।

কণাদ বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য পূরণে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তরুণ প্রজন্মের মেধা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, পরিশ্রম ও দায়িত্ববোধের উপর।



শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, সততা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন সম্ভব। শুধু ডিগ্রি নয়, প্রকৃত শিক্ষা ও মূল্যবোধ অর্জনের উপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

এদিন কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন শ্রেণিকক্ষ ভবনটি উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে কালাইনের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ কলেজের উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারের সরকারি উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনুপ কুমার দে-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উত্তর-পূর্বের জন্য এক ছাঁচে ঋণনীতি নয় : সিন্ধিয়ার

মিজোরামে ব্যাঙ্কার্স কনফারেন্সে বার্তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

আইজল : উত্তর-পূর্ব ভারতের আট রাজ্যের অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও শিল্পের সম্ভাবনা আলাদা। তাই সব রাজ্যের জন্য একই ধরনের ঋণনীতি কার্যকর হতে পারে না। রাজ্যভিত্তিক চাহিদা বুঝে ঋণদানের কৌশল তৈরির জন্য ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান জানানো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

মঙ্গলবার মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত তৃতীয় নর্থ-ইস্ট ব্যাঙ্কার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিন্ধিয়া জানান, রাইজিং নর্থইস্ট সামিটে প্রায় ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এসেছিল। এর মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে দাবি করেন তিনি। এই সম্ভাবনাকে বাস্তব প্রকল্পে পরিণত করতে পর্যাপ্ত ঋণ, মূলধন এবং কেন্দ্র-রাজ্য ও ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দেন মন্ত্রী।

সম্মেলনে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৫৫.৮৩ শতাংশ ঋণ-আমানত অনুপাতকে ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে অন্তত ৬৭ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত



রাজ্যের সাতটি ব্যাঙ্কের ঋণ-আমানত অনুপাত ৪০ শতাংশের নীচে ছিল।

পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশশিল্প ও তাঁত ক্ষেত্রে ঋণদানের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় উদ্যোগপতিদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যাঙ্কগুলিকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঋণনীতির মাধ্যমেই উত্তর-পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব বলে সম্মেলনে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লামডিংয়ে তরুণীর রহস্যমৃত্যু, প্রেমিকের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ

লামডিং : অসম ব. লামডিংয়ে ১৯ বছরের এক ত. ব. ৩ নী. ব. রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর নাম সপ্তমী দেবনাথ। জারাংদিসা ইটাভাটা চারিয়ালি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সপ্তমীর মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর প্রেমিক রোহিত দাসের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে।



অভিযোগ, মৃত্যুর আগে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি নোট পোস্ট করেছিলেন সপ্তমী। সেখানে প্রেমিকের অত্যাচারের কথা উল্লেখ ছিল বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও ওই পোস্টের বিষয়বস্তু এবং মৃত্যুর সঙ্গে নির্যাতনের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

লামডিংয়ের ফিশ মার্কেট এলাকার বাসিন্দা বলে পরিচিত রোহিতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। এই ঘটনায় রোহিতের বাবাকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তাঁকে আটকের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। সপ্তমীর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তের দাবি উঠেছে স্থানীয় মহলে।

জেন-জি আন্দোলনের বিরোধিতা এবিভিপি শিলচর শাখার

শিলচর : জেন-জি আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে এর বিরোধিতা করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সংগঠনের মতে, এই ধরনের আন্দোলন দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। মঙ্গলবার শিলচরের পেনশন্যার্স ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এবিভিপির সর্বভারতীয় সম্পাদক কমলেশ সিং বলেন, কংগ্রেস জনতা পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনকে সমর্থন করে না সংগঠন।

এদিন জাতীয় সংহতি জোরদার করতে এবিভিপির বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি। আগামী নভেম্বর মাসে কলেজগুলিতে ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি এবং আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা জানান কমলেশ।

উত্তর-পূর্ব ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়াতে আন্তঃরাজ্য ছাত্র বিনিময় কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০ জন পড়ুয়া অংশ নেবেন বলেও জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সন্দীপন ভট্টাচার্য, মুন দাস ও অম্বর পাণ্ডে।

পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি ১১.৩৯ শতাংশে, উৎসবের মরশুমে বাড়ছে আমজনতার চাপ



নয়াদিল্লি : উৎসবের মরশুমে মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা আরও চাপে পড়তে চলেছে আমজনতা। খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান প্রকাশের পর এ বার পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হারও এক ধাক্কা বেড়ে দাঁড়াল ১১.৩৯ শতাংশে। কেন্দ্রীয় সরকারের বুধবার প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগস্টে এই হার ছিল ৯.৯২ শতাংশ। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, মূলত জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিই পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার বাড়ার অন্যতম কারণ। এর পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের দামও উর্ধ্বমুখী। উৎপাদন খরচ বাড়লে তার প্রভাব শেষ পর্যন্ত খুচরো বাজারেও পড়তে পারে। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনাকাটায় সাধারণ মানুষের ব্যয় আরও বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার

বেড়েছে ২৫.৮৫ শতাংশ। সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি অশোধিত পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে। এই দুই ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫৭.৩২ শতাংশ।

এর আগে মঙ্গলবার খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে এসেছিল। তার পরদিনই পাইকারি বাজারের এই হিসাব মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পাইকারি বাজারে পণ্য ও উৎপাদনের খরচ বাড়লে পরিবহণ, সরবরাহ এবং খুচরো বিক্রির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষত উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা ও দৈনন্দিন খরচের চাপ সামলাতে সাধারণ মানুষকে আরও সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

তবে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার সরাসরি খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধির সমান নয়। পণ্যের ধরন, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়িক খরচের উপর নির্ভর করে খুচরো বাজারে তার প্রভাব পড়ে। আগামী দিনে মূল্যবৃদ্ধির এই প্রবণতা কতটা স্থায়ী হয়, এখন সেদিকেই নজর অর্থনৈতিক মহলের।

জ্ঞানেশ-বিরোধী বিক্ষোভ সামলাতে মোদি সরকারের ‘দ্বিমুখী’ কৌশল

রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে পালটা প্রচারের পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভ মোকাবিলায় বহুমুখী কৌশল নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। একদিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ, অন্যদিকে পড়ুয়া ও তরুণ বিক্ষোভকারীদের ক্ষেত্রে সংযম; এই দুই পথেই এগোতে চাইছে কেন্দ্র। পাশাপাশি, বিরোধীদের অভিযোগের পালটা রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরি করে জনমত প্রভাবিত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

নিট বিতর্ক, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ঘিরে বিভিন্ন অভিযোগ সামনে আসার পর বিরোধীরা আন্দোলনে আরও সক্রিয় হয়েছে। কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটের পাশাপাশি পড়ুয়াদের একাংশও সরকারের বিরুদ্ধে সরব। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভের রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত রাখাই কেন্দ্রের কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।



সূত্রের দাবি, পড়ুয়া ও জেন-জি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কঠোরতা এড়াতে চাইছে সরকার। কারণ, আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগ হলে সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের অভিযোগ আরও জোরালো হতে পারে। বিক্ষোভের জন্য রামলীলা

ময়দানের মতো নির্দিষ্ট জায়গা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার ভাবনাও রয়েছে, যাতে প্রতিবাদের অধিকার বজায় থাকে এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত না হয়।

তবে কংগ্রেস বা বিরোধী জোটের রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে দিল্লি পুলিশ কঠোর অবস্থান নিতে পারে বলে সূত্রের ইঙ্গিত। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমে পালটা প্রচার চালিয়ে বিরোধীদের আন্দোলনকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে চাইছে বিজেপি। বিশেষ করে রাহুল গান্ধীকে ঘিরে অরাজকতার অভিযোগ তুলে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে আক্রমণ করার পরিকল্পনার কথাও সামনে এসেছে।

স্বামীকে খুন করে দেহ ড্রামে, মুসকান ও প্রেমিকের ফাঁসির সাজা

মীরাট : মার্চেন্ট নেভি অফিসার স্বামী সৌরভ রাজপুতকে খুনের ঘটনায় স্ত্রী মুসকান ও তার প্রেমিক সাহিল গুল্লাকে মৃত্যুদণ্ড দিল মীরাটের জেলা আদালত। বুধবার সাজা ঘোষণা করা হয়। ১২৬টি গুলানি ও ২২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণের পর দু’সপ্তাহ আগে আদালত তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল। অভিযোগ, গত ৪ মার্চ সাহিলের সহযোগিতায় সৌরভকে খুন করে মুসকান। পরে দেহ ১৫ টুকরো করে একটি ড্রামে লুকিয়ে রাখা হয়। এই ঘটনায় দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। আদালতে সৌরভের মা ও ভাই উপস্থিত ছিলেন। ছেলেকে হারিয়ে অভিযুক্ত বউমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁর মা এবং দু’জনেরই সর্বোচ্চ শাস্তির আর্জি জানান। গত বছরের শেষে জেলে থাকাকালীন এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মুসকান।

পাকিস্তান-বাংলাদেশ-সহ ৩১ দেশের পাইলট ও কেবিন ক্রুদের উপর নিষেধাজ্ঞা ইজরায়েলের

তেল আভিভ : ফ্লাই দুবাইয়ের বিমানে মাঝ আকাশে পাইলট ও সহ-পাইলটের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার পর নতুন করে বিতর্কে ইজরায়েল। পাকিস্তান, বাংলাদেশ-সহ ৩১টি দেশের নাগরিকদের



বিদেশি বিমান সংস্থার পাইলট ও কেবিন ক্রু হিসেবে ইজরায়েলের আকাশসীমায় প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এই তালিকায় ইরান, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া, কাতার, সৌদি আরব, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার মতো মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশও রয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে ফ্লাই দুবাইয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ইজরায়েলের পরিবহণ মন্ত্রক একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, যেসব দেশের সঙ্গে ইজরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, সেই সব দেশের নাগরিকেরা বিদেশি বিমান সংস্থার পাইলট কিংবা কেবিন ক্রু হিসেবে ইজরায়েলের আকাশসীমায় প্রবেশ করতে পারবেন না। দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তিরও এই বিধিনিষেধের আওতায় পড়বেন বলে দাবি করা হয়েছে। মোট ৩১টি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ফ্রান্সের বিমান সংস্থা এয়ার ফ্রান্স এই নির্দেশ মেনে চলতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মার্কিন বিমান সংস্থা ইউনাইটেড

এয়ারলাইন্সও একই পথে হাঁটছে বলে দাবি। তবে অন্য আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলি এই বিধিনিষেধ কার্যকর করবে কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য সামনে আসেনি। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নাগরিকদের আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় কাজ করার ক্ষেত্রে নতুন জটিলতা তৈরি হতে পারে।

এদিকে, ফ্লাই দুবাইয়ের একটি বিমানে মাঝ আকাশে পাইলট ও সহ-পাইলটের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘিরেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানটিকে সৌদি আরবের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ওমানি পাইলট হামাম আল-হামামি। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন সহ-পাইলট স্মিত মচ্ছর। সেই সময় ককপিটে থাকা একটি কুঠার দিয়ে হামাম তাঁকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। এর পর কোনও রকমে ককপিটের দরজা খুলে দেন সহ-পাইলট। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কয়েক জন যাত্রী ককপিটে ঢুকে হামামকে ধরে ফেলেন। সহ-পাইলটের সাহসিকতা এবং যাত্রীদের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে।

‘দুর্গা-কালী হও, বোরখা নয়’, মন্তব্যে বিতর্কে বাগেশ্বর বাবা হিন্দু একতা যাত্রায় ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা নিয়ে সতর্কবার্তা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ভোপাল : ‘বোনেরা দেবী দুর্গা, কালী হয়ে উঠুন, কিন্তু কখনও বোরখা পরবেন না।’ ‘লাভ জেহাদ’ নিয়ে এমনই মন্তব্য করে নতুন করে বিতর্কে জড়ালেন মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর ধামের ধর্মীয় বক্তা ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে চলা সনাতন হিন্দু একতা যাত্রা মঙ্গলবার দামোহে পৌঁছেলে এই মন্তব্য করেন তিনি।



যাত্রায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। ফুল ছিটিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান অনুরাগীরা। সেখানে সামাজিক সম্প্রীতি, জাতিভেদ প্রথার অবসান, জাতীয়তাবাদ ও মাদকবিরোধী বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দু নারীদের ‘লাভ জেহাদ’ সম্পর্কেও সতর্ক করেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সমাজমাধ্যমে রিলস কিংবা সুদর্শন যুবকদের

প্রলোভনে পড়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। ভিন্ন ধর্মের কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করার কথাও বলেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

‘জেন জি’ আন্দোলন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন, তরুণদের মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে। তবে দেশের ভাবমূর্তি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। এর আগে বাংলায় দুর্গাপূজায় আমিষ খাবার নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে সরব হন বহু বাঙালি। পরে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়। পাঞ্জাবেও শিখ ও মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেখানেও ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা সামনে আসে।

প্রথমবার ভারতে পারদ দূষণ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, গুরুত্ব পেল উত্তর-পূর্বের গবেষণা

পারদ দূষণ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রথমবার ভারতে আয়োজিত হল ‘ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন মার্কারি অ্যাজ আ গ্লোবাল পলিউট্যান্ট’-এর ১৭তম সংস্করণ। ৪ থেকে ৯ অক্টোবর হায়দরাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (আইআইটি) আয়োজিত ছ’দিনের এই সম্মেলনে ২৬টি দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও নীতিনির্ধারণকরা অংশ নেন।

সম্মেলনে উত্তর-পূর্ব ভারতের পরিবেশগত উদ্বেগ এবং আঞ্চলিক গবেষণাও বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল ‘মিনামাটা কনভেনশন কার্যকর হওয়ার দশ বছর’। পারদ দূষণের উৎস, বায়ুমণ্ডলে পারদের নির্গমন, বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং মানুষের শরীরে পারদের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলকে পরিবেশনীতি ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যকর পদক্ষেপে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়েও মতবিনিময় করেন প্রতিনিধিরা।

সম্মেলনের যৌথ সভাপতি ছিলেন আইআইটি হায়দরাবাদের অধ্যাপক আসিফ কুরেশি এবং ব্রিটেনের ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের ড. জগন্নাথ বিশ্বকর্মা।

এবারের সম্মেলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) প্রথম আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ। সংস্থার রাসায়নিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিভাগের ড. এলেনা জারদান পারদ দূষণ ও মানবস্বাস্থ্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নেতৃত্ব দেন। পারদের সংস্পর্শ শনাক্ত করতে জৈব-নমুনা পরীক্ষা, দূষণের মাত্রা নিরূপণ এবং জাতীয় স্তরে জনস্বাস্থ্য মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

মিনামাটা কনভেনশন অন মার্কারির সচিবালয়ের নির্বাহী সচিব মনিকা স্তানকিয়েভিচও সম্মেলনে অংশ নেন। পারদ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

দূষণের মানবিক পরিণতির দিকটিও উঠে আসে জাপানের মিনামাটা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও কথক মাসামি ওগাতার বক্তব্যে।



শিল্পক্ষেত্র থেকে নির্গত পারদের কারণে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও মানবিক ক্ষতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি দেখান, দূষণের প্রভাব শুধু পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের জীবনেও তার ছাপ থেকে যায়।

জাপানে শিল্পবর্জ্যের মাধ্যমে উপকূলীয় জলে পারদ ছড়িয়ে পড়ার ফলে মিনামাটা রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনা দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার ভয়াবহ পরিণতি এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবিকার উপর তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের এক ঐতিহাসিক উদাহরণ।

সম্মেলনের বৈজ্ঞানিক অধিবেশনগুলিতে বায়ুমণ্ডলীয় পারদ, বিষবিদ্যা, জলজ বাস্তুতন্ত্র এবং দূষণ পর্যবেক্ষণ নিয়ে গবেষণা তুলে ধরেন বিশেষজ্ঞরা। দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার গবেষকেরা দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ এবং নির্গমন

সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতির কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও নিয়মিত পরিবেশ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।

অসমের কৃষিজমিতে পারদ দূষণ নিয়ে গবেষণা

উত্তর-পূর্ব ভারতের গবেষণাও সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নেয়। অসমের নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা কৃষিজমির মাটি ও ফসলে পারদ দূষণ নিয়ে তাঁদের গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফরিশতা ইয়াসমিন সম্মেলনের বৈজ্ঞানিক পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বিস্তৃত কৃষিকাজ এবং স্থানীয় মাটি ও জলসম্পদের উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনযাত্রার কারণে অসমে এই গবেষণার বিশেষ

তাৎপর্য রয়েছে। মাটি ও ফসলে পারদের উপস্থিতি খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষির পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই দূষণের উৎস চিহ্নিত করা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার মাত্রা নিরূপণ করা জরুরি।

অসমের দীর্ঘ শিল্প ও খনন ইতিহাসও এই উদ্বেগের সঙ্গে যুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই রাজ্যের মাকুম কয়লাক্ষেত্রে খননকাজ শুরু হয়েছিল। উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লা এবং খনির বর্জ্য থেকে পারদ-সহ বিভিন্ন ভারী ধাতু মাটি, জল ও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশগত অবস্থা নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণা ও নজরদারির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অরুণাচলে স্থানীয় উদ্যোগে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে অরুণাচল প্রদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগও তুলে ধরা হয়। গুমজুম হায়দার পূর্ব হিমালয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে সংরক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সিংচুং বুগুন ভিলেজ কমিউনিটি রিজার্ভ, বিপন্ন বুগুন

লায়োসিখলা পাখির সংরক্ষণ এবং পাকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাছে ধনেশ পাখি রক্ষার উদ্যোগ ছিল তাঁর আলোচনার মূল বিষয়।

এই উপস্থাপনা সরাসরি পারদ দূষণকেন্দ্রিক না হলেও পরিবেশ সংরক্ষণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় তৃণমূল স্তরের উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে।

১৯৯০ সালে সুইডেনে শুরু হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এবারের আয়োজনকে সহায়তা করেছে তেলঙ্গানা সরকার এবং কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক। সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১১ জন ছাত্রছাত্রী-গবেষককে পুরস্কৃত করা হয়।

আয়োজকদের আশা, হায়দরাবাদের এই সম্মেলনে গড়ে ওঠা গবেষণাগত আদানপ্রদান ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে পারদ দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করবে। বৈজ্ঞানিক তথ্য, পরিবেশ পরিচালনা ব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

Breaking News
 In-Depth Analysis
 Expert Opinions

Local & Global Stories
 Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally
Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krctimes.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>



GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

